দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 3 1 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার নীতিমালা তৈরি হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ঃ ইতোমধ্যে অবৈধ ঘোষিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি শাখাকে আইনের আওতায় আনাসহ নতুন করে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার ব্যাপারে নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া আইনের সঙ্গে এই নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে অবৈধ ঘোষিত ৫৬টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা থেকে ইতোমধ্যে যারা পাস করে সার্টিফিকেট নিয়েছে তাদের সার্টিফিকেট অবৈধ হবে। অন্যদিকে প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনও অধ্যাদেশ আকারে শীঘ্রই আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নগর ও পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম নীতিমালা তৈরির কথা স্বীকার করে জনকণ্ঠকে বলেছেন, এই নীতিমালা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরিচালিত হবে। বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস করে অবৈধ ঘোষিত ৫৬টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন শাখার খোলার ব্যাপারে নীতিমালা করা হবে। তিনি জানান, প্রস্তাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া আইনও শীঘ্রই চালু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উপসচিবও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার ব্যাপারে নীতিমালা তৈরির কথা স্বীকার করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শাখা-প্রশাখা সরকারের বিনা অনুমতিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি বিভাগীয় শহরে কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগেরই কোন মান নেই, অনুমোদন নেই। নানা ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপনে আকর্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট পেলেও শিক্ষা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। তা ছাড়া যে কোন দেশের নিয়ম অনুযায়ী বাইরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালাতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিতে হয়। দিতে হয় নির্ধারিত ট্যাক্স। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন রকম নিয়ম নীতি ছাড়াই কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই ঢাকায় অবস্থিত। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার নাম, ভাঙ্গিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। আইন, বিবিএ-এমবিএ এবং কম্পিউটার সায়েন্সসহ নতুন নতুন বিষয় পড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কার্যত পড়ার কিছুই হচ্ছে না এসব প্রতিষ্ঠানে। আর শিক্ষার্থীরাও কেবল নামের ওপরই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আসছে। এতে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা হচ্ছে রীতিমতো প্রতারিত।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তদন্ত করে এ জাতীয় অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও সেই সরকার কোন ব্যবস্থা না নিয়েই বিদায় নেয়। এ নিয়ে পত্রপত্রিকাতে ব্যাপক সমালোচনামূলক সংবাদ পরিবেশন হতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ জাতীয় ৫৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ ঘোষণা করে জনস্বার্থে মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু এরপর বাণিজ্যনির্ভর এসব প্রতিষ্ঠানের কেউ কেউ আদালতের আশ্রয় নেয়। এখন সরকার এগুলোকে আইনের আওতায় এনে পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করতে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জনকণ্ঠকে বলেন, যারা আইনের আশ্রয় নিয়েছে তাদের সঙ্গে আমরাও আইনী লড়াই করব। এ ব্যাপারে সরকারের আইন উপদেষ্টার সঙ্গে কথাও হয়েছে বলে তিনি জানান। তা ছাড়া এসব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলোকে আইনের আওতায় এনে পরিচালনার জন্য নীতিমালা করা হবে। তিনি জানান, শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এসব শাখাকে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। কোনটি কিভাবে চলছে, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি এসব কিছু যাচাই বাছাই করে শ্রেণীবিন্যাস করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হবে। এজন্য সকল প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তারপর বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী এগুলো পরিচালনার জন্য নীতিমালায় তৈরি করা হবে।

বিদেশী ভার্সিটির ৫৬ অবৈধ শাখা আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ